01
Scene

চাদ তারা দুই ভাই
কাজে কর্মে মিল নাই

02
Scene

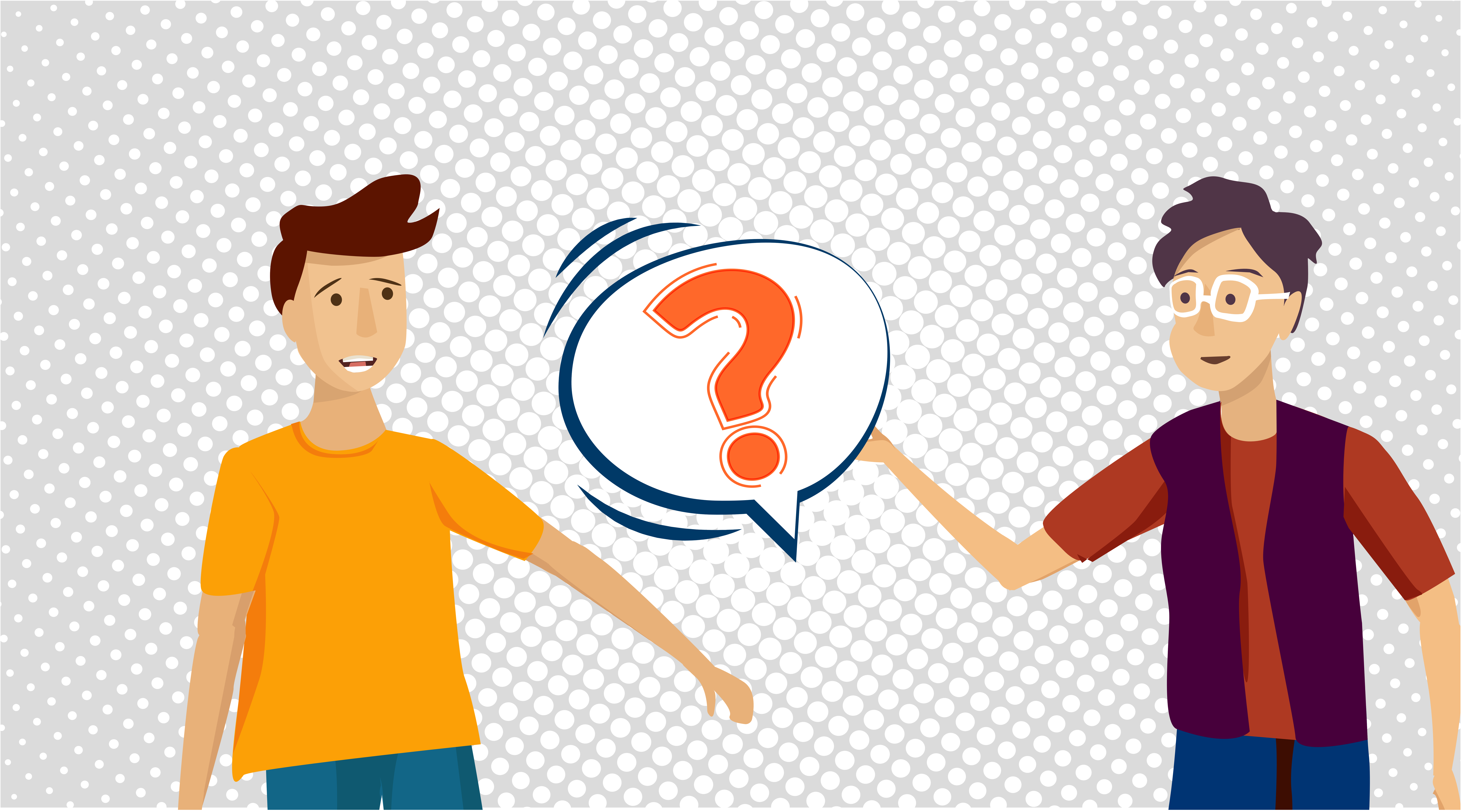

তারা মিয়া ডানে গেলে
চাদ যায় বামে
সারাদিন থাকে ওরা
ভুলভাল কামে!

03
Scene

চাদ ও তারা দুজনে খুব আনন্দ নিয়ে গুন গুন করে গান গাইছে-
চাদ : উফ! এটা একটা কথা হলো!
তারা : সেটাই! জোছনা যে কি করে না!
চাদ : প্লিজ ডিয়ার কাজিন জোছনা, জারার বিয়েটা তুমি ভেঙোনা…
জোছনা: তোমরা কি বলছো চাদ ভাইয়া, তারা ভাইয়া! আমার বান্ধবী জারার তো এখনো বিয়ের বয়সই হয় নাই।

04
Scene

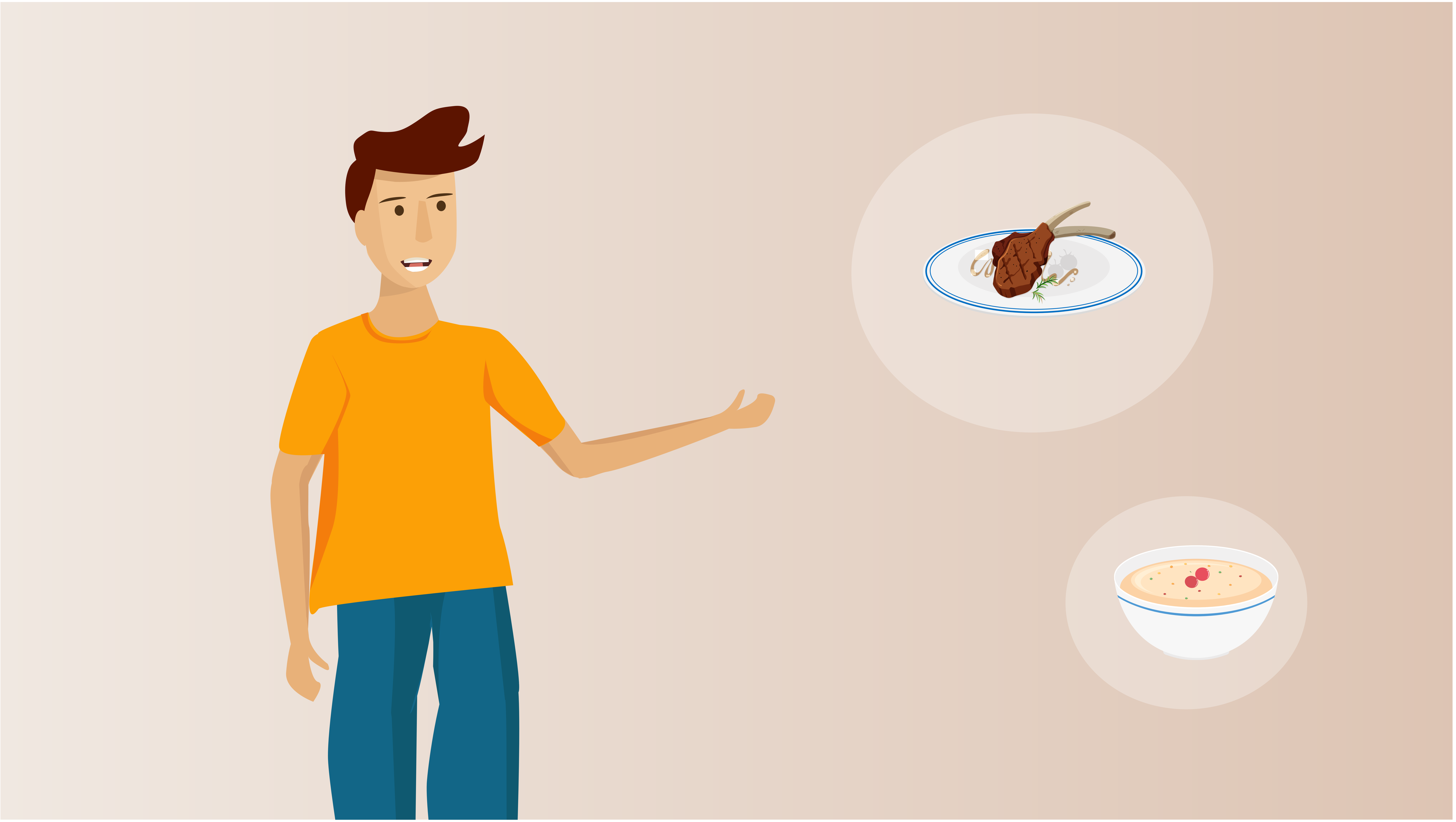

তারা : আহা না হোক, বয়স না হলেও বিয়ে হয়। উফ করোনার কারণে কতদিন বিয়ের দাওয়াত খাই না। জারার বিয়েতে তো আমাদেরও দাওয়াত দিবে তাই না!

05
Scene

জোছনা : দাওয়াত না দিলেও তোমরাও আমার সাথে যাবে, তবে সেটা বিয়ের দাওয়াত খেতে নয়, বিয়েটা বন্ধ করতে!
চাদ : মানে! কি বলিস!

06
Scene

জোছনা : ঠিক বলেছি। জারার বাবা মা ভুল করছে জারাকে বাল্য বিয়ে দিয়ে। করোনা মহামাররী মধ্যেও এরকম একটা কাজ কিছুতেই হতে দেয়া যায় না। তাও আবার বাল্য বিয়ে! তোমরা জানো আমাদের দেশে আইন আছে ১৮ বছরের আগে কোনো মেয়েকে বিয়ে দেয়া যায় না।

07
Scene

তারা : কিন্তু জারার বাবা মা তো জারার ভালই চান।
জোছনা : তারা হয়ত ভাবছেন অল্প বয়সে বিয়ে দিলে মেয়ের ভাল হবে কিন্তু সেটা আসলে ভুল। সমাজ বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার সবাই বলেছেন অল্প বয়সে বিয়ে হলে একজন মেয়ের শারীরিক ও মানসিক নানা রকম ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে!
চাদ :তাই নাকি! তাহলে এখন কি করা যায়?
জোছনা : আমরা কালই জারার বাবা মায়ের কাছে যাব। তাদের বোঝাবো। জারাকে একটু আগে সেই কথাই বললাম ফোনে।
তারা : কিন্তু আমাদের কথা তারা কেন শুনবেন? মানবেন কেন?

08
Scene

জোছনা: আমরা প্রশাসনের লোক মানে স্থানীয় থানার পুলিশ অফিসার, আর আমাদের ওয়ার্ড কাউন্সিলর চাচাকেও সাথে নিয়ে যাব। আর তোমরা সহ আমার আরো বাকি বন্ধুরা তো আছেই। আমি সবার সাথেই কথা বলেছি।

09
Scene

চাদ : আমরা সবাই মিলে জারার পরিবারকে বোঝাবো। নিশ্চয়ই তারা বুঝবেন।
তারা : আমরাও যেমন এখন বুঝলাম তেমন করে আমাদের আশেপাশের সাবইকেই বোঝাতে হবে

10
Scene

করোনার মতোই একটি সামাজিক ভাইরাস, বাল্য বিয়ে
চলুন, দুটোকেই প্রতিহত করি
নিয়ম মেনে ও সচেতন হয়ে